ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৪ ● কলকাতা ● ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পুরনো রেকর্ড ভাঙল 'জওয়ান', প্রথম দিন কত আয় করল

পৃঃ ৫

পেলেকে টপকে রেকর্ডবুকে নেইমার

পৃঃ ৬

অভিষেককে কেন ডেকে পাঠিয়েছে ইডি, কারণ ব্যাখ্যা করলেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুধবার ছিল ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। কাকতালীয়ভাবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে বুধবারই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইডি। ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে সকাল ১১টায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরও হয়েছেন অভিষেক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁর জেরা চলছে।স্পেন যাওয়ার পথে এদিন দুবাই এয়ারপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত হয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'রাজ্যের ঋণের বোঝা ৬ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ঋণ নেওয়ার সীমাও অতিক্রম করেছে রাজ্য। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলার খুব একটা তফাত নেই!'যা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। তবে ইডির বিরুদ্ধে আনা তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সপক্ষে সওয়াল করে বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি করেছেন, 'নিয়োগ মামলায় আগামীকাল আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ইডিকে। আমার মনে হয়, সে কারণেই তড়িঘড়ি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছেন ওঁরা। এর মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

উৎসবের মরসুমে সরকারের বড় উপহার, উজ্জ্বলা প্রকল্প নিয়ে এই ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উৎসবের আগে জনসাধারণের জন্য বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম সিদ্ধান্ত হল আগামী ৩ বছরে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৭৫ লক্ষের বেশি এলপিজি সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এটি উজ্জ্বলা প্রকল্পের একটি সম্প্রসারণ।দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল এদিন ৭,২১০ কোটি টাকার ই-কোর্ট মিশন মোড প্রকল্প ৩ পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছে। অনলাইন ও কাগজহীন আদালত তৈরিই এর লক্ষ্য। এতে বিচার ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

কাগজবিহীন প্রচারের কথা উল্লেখ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন যে, আদালতে ই-ফাইলিং ও ই-পেমেন্ট সিস্টেমকে সর্বজনীন করা হবে। ডেটা সংরক্ষণের জন্য ক্লাউড স্টোরেজ তৈরি করা হবে। সব আদালত কমপ্লেক্সে ৪৪০০ টি ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পের অধীনে ৭৫ লক্ষ নতুন এলপিজি সংযোগ প্রদানের জন্য তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে ১৬৫০ কোটি টাকা অনুদান অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ পর্যন্ত উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৬০ কোটি এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। আরও ৭৫ লক্ষ বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দরিদ্র পরিবারগুলির মহিলাদের দেওয়া হবে।

দরিদ্র সীমার নিচের পরিবারগুলির মহিলাদের এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা চালু করেছিলেন। এই প্রকল্পে প্রতি বছরে ১২ টি ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের জন্য ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হয়।

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ভারতীয় ছাত্রীকে নিয়ে ঠাট্টা মার্কিন পুলিশ কর্মীর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমেরিকায় পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় ছাত্রীর। ওই তরুণীর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করার অভিযোগ উঠল সিয়াটেলের এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে মজা করা সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যার পর নিন্দার ঝড় উঠেছে।যদিও গুরুতর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ড্যানিয়েল। এই ঘটনা নিয়ে শহরের অ্যাটর্নি জেনারেল কেমন আচরণ করতেন, কী বলতেন, সেটাই নাকি নকল করে দেখিয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সিয়াটেল পুলিশ।প্রশাসন অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বছর ২৩-এর মৃত ভারতীয় ছাত্রীর নাম জাহ্নবী কান্দুলা। ২০২১ সালে আমেরিকায় যান পড়াশোনার জন্য। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ডিগ্রি পাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই গত ২৩ জানুয়ারি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তরুণীর। ঘাতক গাড়িটি চালাচ্ছিলেন কেভিন নামের এক পুলিশ কর্মী। কেভিনের দাবি, এমারজেন্সি কল পেয়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ঘটে দুর্ঘটনা। ছাত্রীর মৃত্যুতে 'অনুতপ্ত' তিনি।

কেভিনের গাড়িতে ধাক্কা লেগে ছাত্রীর মৃত্যু হলেও বিতর্কের

এরপর ৩ পাতায়

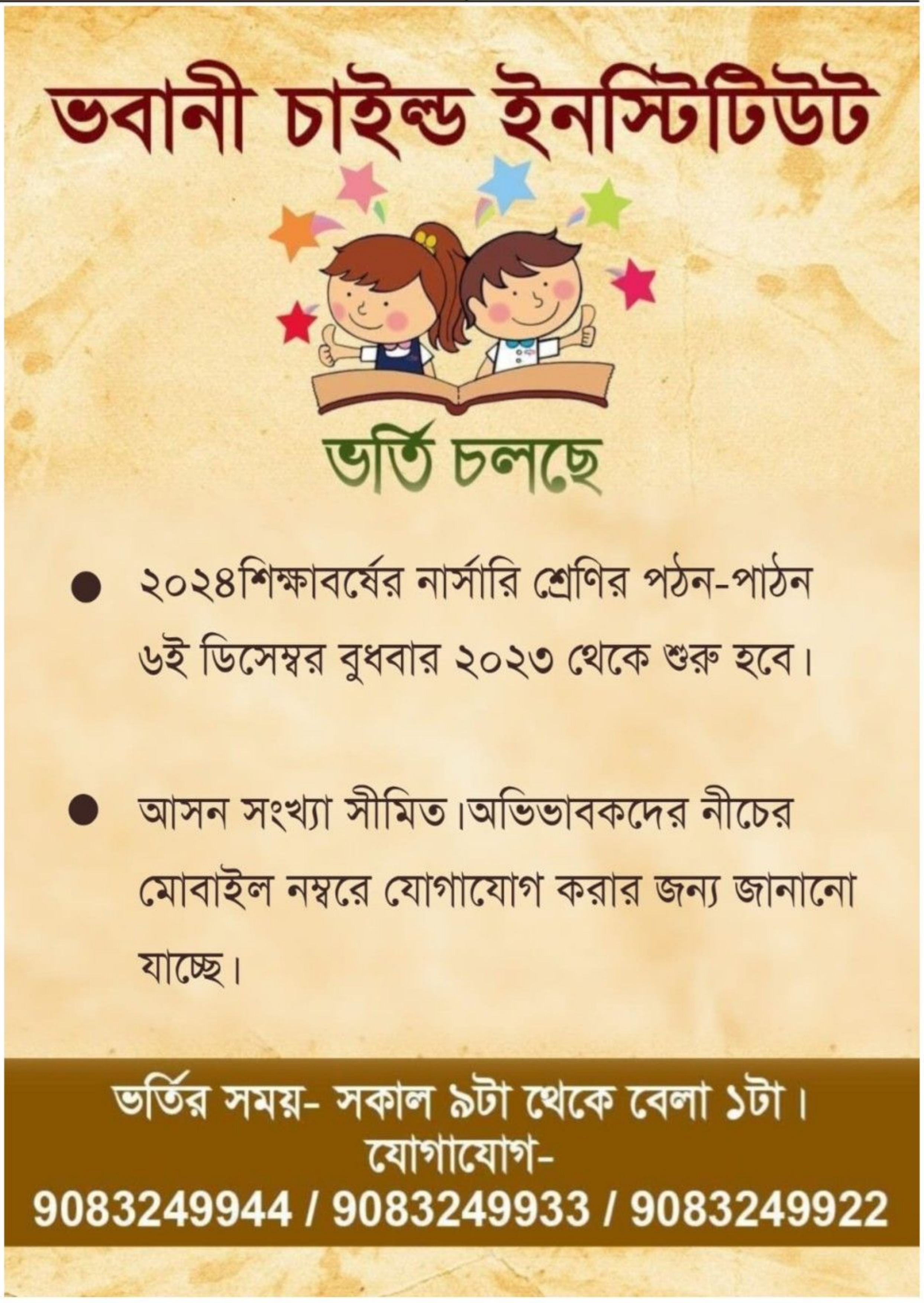

দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত বিশ্ব বাজারে

গ্যাজপ্রমনেফট - লুব্রিকেন্টস ও এনসো গ্লোবাল ট্রেডিং অংশীদার হিসেবে লুব্রিকেন্ট সরবরাহ সম্প্রসারণ করতে প্রস্তুত

Kolkata, 11th September 2023: নিউজ সারাদিন : বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ট্রেডিং কোম্পানিগুলির মধ্যে গ্যাজপ্রমনেফট - লুব্রিকেন্টস এবং এনসো গ্লোবাল ট্রেডিং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে লুব্রিকেন্ট সম্পদের ব্যাপক বন্টন করার জন্য একটি কৌশলগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই অংশীদারিত্ব সক্রিয়ভাবে উন্নয়নশীল ভারতীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য বেস, মোটর, হাইড্রোলিক এবং গিয়ারবক্স তেলের নিয়মিত সরবরাহ করবে। এনসো গ্রুপের একটি নেতৃস্থানীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠান হলো এনসো অয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস যা গ্যাজপ্রম্নেফট-লুব্রিকেন্টের উচ্চ-মানের তেল, লুব্রিকেন্ট এবং প্রযুক্তিগত তরল আমদানি এবং রপ্তানিতে বিশেষজ্ঞ হবে এছাড়াও বিস্তৃত শিল্পের চাহিদা পূরণ করবে।

এনসো গ্রুপের চেয়ারম্যান, বিনয় মালু বলেন, "এনসো তাদের পণ্যগুলির জন্য গ্যাজপ্রমনেফট এর অংশীদার হতে পেরে গর্বিত এবং এই সম্পর্ক উভয় সংস্থার জন্য ইতিবাচক লাভ নিয়ে আসবে।"

এনসো অয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট এর সিইও রাধাকৃষ্ণন রামরাথনম বলেন "গ্যাজপ্রমনেফট-লুব্রিকেন্ট-এর কাছে ভারতীয় গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মোটরগাড়ি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বমানের পণ্য রয়েছে।"

গ্যাজপ্রমনেফট-লুব্রিকেন্ট এর অংশীদারিত্ব ভারতের বৃহত্তম শিল্প সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগকে বিশেষ লুব্রিকেন্ট সহ ভারতে উৎপাদিত আধুনিক যাত্রীবাহী যান এবং গরম জলবায়ুতে নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন অপারেশনের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্য ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন তেলের প্রিমিয়াম লাইন সরবরাহ করবে। এছাড়া ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তেল তৈরির জন্য রাশিয়ার একমাত্র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সহ কোম্পানির নিজস্ব আরএন্ডডি বিভাগ, ফর্মুলেশনগুলির স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করবে।

আপনার মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্বপ্নকে

সঠিক সূচনা দিতে ইউনাকাডেমি UNSAT 2023 চালু করেছে

কলকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ভারতের বৃহত্তম লার্নিং প্ল্যাটফর্ম* Unacademy ন্যাশনাল স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট (UNSAT) এর তৃতীয় সংস্করণ ঘোষণা করেছে, এটি এদের বৃহত্তম বৃত্তি পরীক্ষা যা IIT JEE এবং NEET UG শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে সাপোর্ট দেয়। এটি ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় এর সূচনা করেছে, যা শিক্ষার্থীদের NEET এবং JEE ক্র্যাক করার জন্য তাদের কর্মজীবনের স্বপ্নে দক্ষতা অর্জনের একটি অতুলনীয় সুযোগ প্রদান করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি, জ্যোৎস্না সামন্ত যিনি কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপ্যাল পলিটেকনিক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

UNSAT 2023 এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি:

- পরীক্ষার তারিখ: ১লা, ৮ই এবং ১৫ই অক্টোবর (দুটি স্লট: ১-২ PM এবং ৬-৭ PM)
- পরীক্ষার পদ্ধতি: অনলাইন এবং অফলাইন
- যোগ্যতার মানদণ্ড: ক্লাস ৯ থেকে ১২, ১২ তম পাসআউট IIT এবং NEET প্রার্থীরা
- পরীক্ষার ফি: অনলাইন - বিনামূল্যে, অফলাইন - ₹১০০।
- ফলাফল ঘোষণা: ২রা নভেম্বর ২০২৩

UNSAT 2023 সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণের জন্য, পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট বিবরণ এবং নিবন্ধন বিশদ, অনুগ্রহ করে https://unsat.unacademy.com/ দেখুন।

বর্ধিত পরিষেবা সরবরাহের ক্ষমতার সাথে

উৎসবের মরসুমের চাহিদা পূরণের জন্য গতি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে

Kolkata, 13th September 2023: নিউজ সারাদিন : গতি এক্সপ্রেস এবং সাপ্লাই চেইন প্রাইভেট লিমিটেড (GESCPL), ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রিমিয়ার এক্সপ্রেস ডিস্ট্রিবিউশন এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রদানকারী, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎসব মরসুমের চাহিদার উর্ধ্বগতি মেটাতে তার গুদামজাতকরণ এবং সরবরাহের ক্ষমতা বাড়িয়েছে সেইসাথে সাদা পণ্য, কনসিউমার ডিউরেবেল, এবং এফএমসিজি বিভাগেও নিজেদের প্রস্তুত করেছে। ক্রমাগত ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার কারণে জিইএসপিএলখ বছরের যে কোনো সময় ২০ শতাংশ বেশি কার্গো লোড পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত।

১.৪৮ লক্ষ বর্গফুট মেগা অত্যাধুনিক এবং প্রযুক্তি-সক্ষম সারফেস ট্রান্সশিপমেন্ট সেন্টার এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওয়ারহাউস (STCDW), মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ভিওয়ান্ডিতে, ফারুখ নগরে ১.৫ লক্ষ বর্গফুট সারফেস ট্রান্সশিপমেন্ট সেন্টার (STC) পাশাপাশি যথাক্রমে ইন্দোর, নাগপুর, গুয়াহাটি এবং বেঙ্গালুরুতে (আসন্ন) ৩৯,১৪০ বর্গফুট, ৫০,০০০ বর্গফুট, ৪০,০০০ বর্গফুট এবং ১.৪৬ লক্ষ বর্গফুট ধারণক্ষমতার STC প্রদান করে, GESCPL তার বৃহত্তর কৌশলগত অবস্থান এবং সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃতির কারনে দ্রুত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। GESCPL সেইসব অঞ্চলের এসএমইকে উৎসবের মরসুমে আরও ভৌগলিকভাবে বহুমুখী বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

উৎসবের মরসুমের প্রস্তুতির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, মি. রাজেশ গৌরীনাথ - সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট - সেলস - গতি লিমিটেড, বলেছেন, "উৎসবের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অর্ডারের পরিমাণ বাড়াতে আমরা আমাদের উন্নত ডেলিভারি ক্ষমতা নিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত। আমরা আশা করি এই বছর উৎসবের চাহিদা ১৮-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎসবের আয়তন-ভিত্তিক ই-কমার্স লজিস্টিক পরিপূর্ণতাকে সহজতর করার জন্য আমরা পিক সিজন লোড এবং উচ্চতর ডেলিভারি দক্ষতা তৈরি করতে আমাদের নেটওয়ার্ক ক্ষমতা ২০-২৫% বাড়িয়েছি। অলকার্গো গ্রুপের শক্তির সাথে , এউঝঈচখ বিভিন্ন লজিস্টিক প্রয়োজনীয়তার জন্য সমন্বিত লজিস্টিক পরিষেবা এবং ১৮০টি দেশে অপারেটিং গ্লোবাল নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।"

ডেলিভারি ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, GESCPL ভারত জুড়ে অত্যাধুনিক এক্সপ্রেস ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার (EDCs) স্থাপন করেছে যেগুলি উন্নত প্রযুক্তি এবং গুদামজাতকরণ সুবিধা দিয়ে সজ্জিত। বর্ধিত কভারেজ এবং কানেক্টিভিটি অফার করার জন্য কোম্পানিটি আকাশ ও সমতলে ছড়িয়ে থাকা একটি শক্তিশালী ডেলিভারি নেটওয়ার্কও তৈরি করেছে। ২৫০০ টিরও বেশি বিকল্প জ্বালানি গাড়ির সংখ্যার সাথে, GESCPL ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাজারে জোরদার অ্যাক্সেস এবং দ্রুত ডেলিভারির সুবিধা দেয়।

গতি এয়ার, GESCPL এর বিমান মালবাহী পরিষেবা, দেশের শীর্ষস্থানীয় এয়ারলাইন্সের সাথে কৌশলগত চুক্তির উপর ব্যাংকিং, নির্বিঘ্ন ডেলিভারি এবং কাস্টমাইজড লজিস্টিক সমাধান অফার করে। ৩২টি এয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট সেন্টার এবং মূল বাণিজ্য কেন্দ্র এবং শিল্প কেন্দ্রগুলিতে এয়ার অপারেটিং কেন্দ্রগুলির সাথে, গতি এয়ার জরুরী এবং সময়-সংবেদনশীল পণ্যসম্ভারের প্যান-ইন্ডিয়া চলাচলের অফার প্রদান করে।

৫৪০০ টিরও বেশি পিন কোডে সরাসরি বিতরণ পরিষেবা এবং ভারতের ৭৩৯টি জেলার মধ্যে ৭৩৫টি জেলা কভার করে ১৯৮০০টি পিন কোডে অ্যাক্সেস যোগ্যতার সাথে, GESCPL-এর গ্রাহকরা উচ্চতর ট্রেসেবিলিটি এবং সংযোগের কারণে আরও ভাল ট্রানজিট সময় এবং ডেলিভারি দক্ষতার সুবিধা নিতে পারেন যা তাদের উৎসবের মরসুমে ভারত জুড়ে ব্যবসাকে আরও বড় করতে সাহায্য করে। ।

ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), এবং মেশিন লার্নিং (ML), গতি এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (GEMS)-এগুলি হল GESCPL-এর মূল অপারেশনাল সফটওয়্যার সিস্টেম যা গ্রাহকদের উচ্চতর অপারেশনাল দক্ষতা প্রদান করে এবং খরচ কমাতে সাহায্য করে।

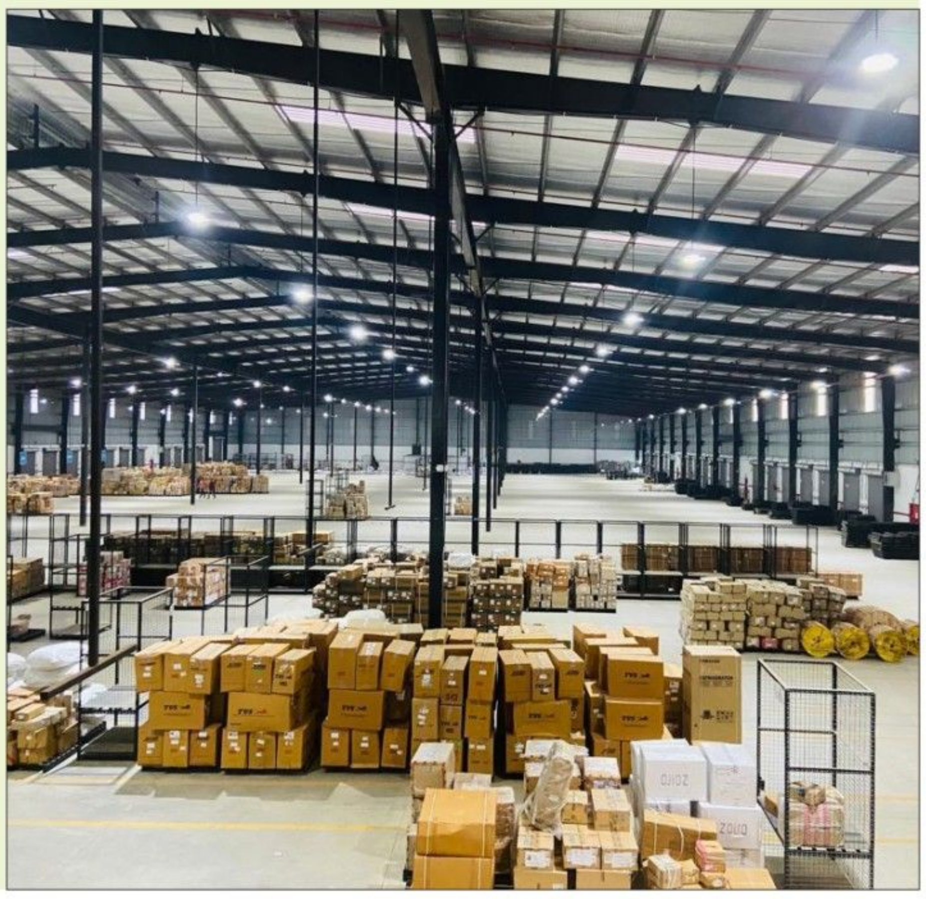

কর্মাধ্যক্ষ নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত,

জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল কর্মীদের

আমিরুল ইসলাম হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন নিয়ে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের সদস্য সহ নেতৃত্বের একাংশের ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে। এমনকি সংবাদ মাধ্যমের সামনেও তারা ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন। বুধবার সেই ক্ষোভের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে। হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি রহিম বক্সির বিরুদ্ধে পরিবার তন্ত্র ও টাকার বিনিময়ে পদ পাইয়ে দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্য মকরম আলী ওরফে

এরপর ৩ পাতায়

ইডি-সিবিআই নিয়ে এ কী বললেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ২০০ পারের স্বপ্ন দেখেছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডেইলি প্যাসেঞ্জারি চলছিল। বাংলায় তৃতীয়বার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর থেকে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বুধবার বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। ইডির মুখোমুখি হতে সেই বৈঠকে হাজির থাকতে পারেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার আগে তৃণমূলের অফিসিয়াল 'এক্স' অ্যাকাউন্ট থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়। ফের রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে পদ্ম শিবিরকে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল। যদিও এখনও এ বিষয়ে বিজেপির তরফে কোন প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।পাল্টা কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে শাসকদল দমিত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র, অভিযোগ তৃণমূলের। রাজনৈতিক বিশেষ কর্মসূচির সময়ই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তলব পড়ে বলে অভিযোগ। এই ইস্যুকে সামনে রেখেই বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের পুরোনো একটি মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছে শাসকদল।

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায় যে, "যেদিন ইডি কিংবা সিবিআই আমার পার্টির একটি লোককে ধরবে,

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ভারতীয় ছাত্রীকে নিয়ে ঠাট্টা মার্কিন পুলিশ কর্মীর!

কেন্দ্রে আরেক পুলিশ কর্মী ড্যানিয়েল। সিয়াটেল পুলিশ অফিসার্স গিল্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল অডেরারকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল যে দুর্ঘটনার সময় গাড়ি চালক কেভিন নেশাগ্রস্ত ছিলেন কি না। পরে এই বিষয়ে ড্যানিয়েল পুলিশ গিল্ডের সভাপতির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। যা তাঁর বডি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। তা থেকেই বিতর্কের ঝড়। ভিডিওতে জাহ্নবীর মৃত্যু নিয়ে ড্যানিয়েলকে ঠাট্টা করতে শোনা গিয়েছে। গিল্ড সভাপতি মাইক সোলানকে ড্যানিয়েল বলেন, '২৬ বছর বয়স (ভুল বয়স বলেন ড্যানিয়েল), খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমজনতা। শুধু একটা চেক লিখে দিলেই হবে। ১১ হাজার ডলারই যথেষ্ট।'

১-ম পাতার পর

অভিষেককে কেন ডেকে পাঠিয়েছে ইডি, কারণ ব্যাখ্যা করলেন শুভেন্দু

অন্য কোনও বিষয় নেই। 'শুভেন্দুর একথা শুনে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সিবিআই, ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বিজেপি পরিচালিত করছে বলে বারে বারেই অভিযোগ করেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। শুভেন্দুর এদিনের মন্তব্যের পর সেই অভিযোগ আরও জোরাল হল বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতারা। তাঁদের কথায়, 'ইডি তো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারা কী করবেন না করবেন, সেটা শুভেন্দু জানলেন কীভাবে?' এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা তাপস রায় বলেন, 'ইডি কী করবে, কোর্ট কী বলবে, শুভেন্দু সব জানেন! যাকে বলে সবজান্তা গামছাওয়ালা! 'তৃণমূলের বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশেই অভিষেককে ডাকা হয়েছে। মমতার বক্তব্যও তাই। তিনি বলেছেন, 'খামোখা বিরক্ত করা হচ্ছে অভিষেককে।' এদিন আবার দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক ছিল। অভিষেক সেই কমিটির সদস্য। তৃণমূলের বক্তব্য, ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েই এই পদক্ষেপ করেছে ইডি। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ইন্ডিয়ার নামোচ্চারণ করতে চাননি বিরোধী দলনেতা। পরিবর্তে বানান করে ইন্ডিয়ার কথা বলে শুভেন্দু বলেন, 'এমন জোটের কথা ইডি অফিসারেরা জানেন না।'

সংসদের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকল সরকার, আদানি ইস্যুতে জেপিসি চাইবে কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে কী কী বিষয়ে সরকার আলোচনা ইচ্ছুক, বিরোধী কোনও কোন ইস্যু উত্থাপনে আগ্রহী, এই সব বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে চারটায় বৈঠক হবে।গত সপ্তাহে কংগ্রেস সভাপতি নেত্রী সনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী লেখা চিঠিতে অধিবেশনে চিন সীমান্ত, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, মণিপুর পরিস্থিতি-সহ নয়টি বিষয়ে সংসদের আসন্ন অধিবেশনে আলোচনা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন। জবাবে সরকারের তরফে জানানো হয় এই ব্যাপারে যথাসময়ে সরকারের বক্তব্য ঘোষণা করা হবে। কে করবেন বৈঠকের সভাপতিত্ব? সংসদীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে কিছু জানাননি। তবে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সংসদ অধিবেশন নিয়ে একটিও সর্বদলীয় বৈঠকে হাজির হননি। ইদানীং এই বৈঠকে সরকারের তরফে পৌরহিত্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কিংবা বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।তাঁর এই ঘোষণা বিস্ময় তৈরি করেছিল। সদ্য মাস খানেক আগে সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হয়েছে। তারপর আবার কীসের জন্য অধিবেশন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, লোকসভা ভোটের আগে আসন্ন অধিবেশন থেকে কোনও বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে মোদী সরকার। যে প্রভাবেই আনা হোক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য থাকবে যোলো আনা রাজনৈতিক। তার কারণ, গত পাঁচ বছরে বর্তমান সরকারের সাফল্যের বিষয়আশয় খুব বেশি নেই। কোভিড দুটো বছর গ্রাস করে নিয়েছিল। এ বছরও বর্ষা আশানুরূপ হয়নি। ফলে সরকার এখন মূল বিষয় থেকে যেনতেন দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে।কারও অবশ্য ধারণা, এক দেশ-এক ভোট নিয়ে আলোচনা হবে। কেউ মনে করছেন ভারত ও ইন্ডিয়া নিয়ে বিতর্ক চায় সরকার। আবার মহিলা সংরক্ষণ-সহ একাধিক বকেয়া বিল পাশ করানোর সম্ভাবনা নিয়েও জল্পনা আছে। তবে বিরোধী নেতাদের অনেকেই মনে করছেন, কোনও বিল হয়তো আসতে পারে। এমনকী সরকার বড় কোনও সিদ্ধান্তও লোকসভা ভোটের আগে সংসদে ঘোষণা করতে পারে। তবে মূল উদ্দেশ্য চন্দ্রযানের চাঁদে সফল অবতরণ, জি-২০ সম্মেলন ইত্যাদি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাক পেটাতেই সরকার এই অধিবেশন ডেকেছে বলেই মনে করছেন অনেকে। সরকারের কৌশল আন্দাজ করে বিরোধীরাও পাল্টা কৌশলী হচ্ছে। কংগ্রেস স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে সংসদের অধিবেশনে তাঁরা আদানি ইস্যুতে তদন্তের জন্য তাঁরা যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানাবে। কংগ্রেস নেতারা ধরেই নিয়েছেন যে সরকার এই দাবি মানবে না। সরকার তাঁদের দাবি না মানলে সেই ইস্যুতেই সংসদ অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে কংগ্রেস। শুধু কংগ্রেস নয় কেন্দ্র বিরোধী ২৮টি রাজনৈতিক দল সমষ্টিগত ভাবে কৌশল নির্ধারণও করতে চাইছে। বুধ সন্ধ্যায় বিরোধী জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক রয়েছে। তবে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আগে বিরোধী পার্টিগুলির সংসদীয় নেতারা ফের বৈঠকে বসবেন। সংসদে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরাও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য জনসংখ্যা স্তরে বাস্তবায়িত সফল

ডিজিটাল সমাধানগুলি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে ভারত এবং আরমেনিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রে অনুমোদন দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য জনসংখ্যা স্তরে বাস্তবায়িত সফল ডিজিটাল সমাধানগুলি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে ভারতের বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং আরমেনিয়ার উচ্চপ্রযুক্তি শিল্প মন্ত্রকের মধ্যে ১২ জুন, ২০২৩-এ একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই সমঝোতাপত্রের উদ্দেশ্য হল, উভয় দেশের ডিজিটাল রূপান্তরমূলক উদ্যোগের বাস্তবায়নে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ডিজিটাল প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধানের (যেমন ইন্ডিয়া স্ট্যাক) উদ্ভাবন। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে এই সমঝোতাপত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সমঝোতাপত্রটি উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং তিন বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট (জি২জি), বিজনেস-টু-বিজনেস (বি২বি) দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। দুই দেশের প্রশাসন এই উদ্যোগের জন্য নিয়মিত অর্থের যোগান দেবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ক্ষেত্রে গবেষণা, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি, তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা বৃদ্ধিতে একাধিক দেশ এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে। ভারত সরকার ডিজিটাল ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজ ও জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত, মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, এই উদ্যোগ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যের সুযোগ অন্বেষণ, মতবিনিময় ও ডিজিটাল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে ভারত ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো রূপায়ণের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের স্থান দখল করে রয়েছে। কোভিড অতিমারীর সময়েও মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, অনেক দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে চাইছে এবং ভারতের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরে আগ্রহী হচ্ছে। ইন্ডিয়া স্ট্যাক সলিউশন হল ভারতের তৈরি ও বাস্তবায়িত ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এর লক্ষ্য হল অর্থপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রচার এবং সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি পরিষেবা পান তার ব্যবস্থা করা। এগুলি উন্মুক্ত প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি এবং সহজে পরিচালনযোগ্য। শিল্প মহল ও সাধারণ মানুষ যাতে এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তা বিবেচনা করে এটি গড়ে তোলা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হল, উদ্ভাবন ক্ষেত্রে উৎসাহদান। ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের নিজস্ব কিছু চাহিদা ও সমস্যা থাকে। তবে, এর মূল কার্যধারা একই ধরনের, সেখানে বিশ্বজনীন সহযোগিতা প্রয়োজন।

ছত্তিশগড়ে প্রায় ৬ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় সফর করবেন। সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের বীণায় পৌঁছবেন। সেখানে বীণা শোধনাগারে পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্স এবং রাজ্যের ১০টি নতুন শিল্প প্রকল্প সহ ৫০ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। দুপুর ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ তিনি ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে পৌঁছবেন। সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের ৯টি জেলার 'ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং ১ লক্ষ সিকল সেল কাউন্সেলিং কার্ড বন্টন করবেন। মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী:

রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর বীণা শোধনাগারে পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। অত্যাধুনিক এই শোধনাগারের নির্মাণে খরচ হবে প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা। সেখানে প্রায় ১ হাজার ২০০ কেটিপিএ (কিলো টন প্রতি বছরে) ইথিলিন এবং প্রোপিলিন তৈরি হবে, যা বস্ত্র, প্যাকেজিং, ফার্মা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে রপ্তানীর উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভাবনা বাস্তব রূপ পাবে। এই প্রকল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে অনুসারি শিল্পের উন্নয়ন হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নর্মদাপুরম জেলায় 'পাওয়ার অ্যান্ড রিনিউবেল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং জোন', ইন্দোরে ২টি তথ্য প্রযুক্তি পার্ক, রাতলামে একটি বড় শিল্প পার্ক এবং মধ্যপ্রদেশ জুড়ে ৬টি নতুন শিল্প এলাকার শিলান্যাস করবেন। নর্মদাপুরমে 'পাওয়ার অ্যান্ড রিনিউবেল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং জোন' তৈরিতে ৪৬০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে এবং এই প্রকল্প ঐ এলাকার আর্থিক অগ্রগতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ইন্দোরে ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'তথ্য প্রযুক্তি পার্ক ৩ ও ৪' আইটি এবং আইটিইএস ক্ষেত্রে গতি আনবে এবং তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

রাতলামে ৪৬০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে গড়ে তোলা হবে মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যা বস্ত্র, অটোমোবাইল, ওষুধ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের একটি প্রধান হাব হয়ে উঠবে। এই পার্ক দিল্লি - মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তরুণদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গোটা এলাকার আর্থিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে শাজাপুর, গুনা, মৌগঞ্জ, আগরমালওয়া, নর্মদাপুরম এবং মাক্সিতে ৬টি নতুন শিল্প এলাকা গড়ে তোলা হবে। ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী:

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রায়গড়ে এক অনুষ্ঠানে প্রায় ৬ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে - ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রকল্প পর্ব -১, চম্পা ও জামগার মধ্যে তৃতীয় রেল লাইন, পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত তৃতীয় রেল লাইন। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে এই রেল প্রকল্পগুলি ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি আনবে। ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রোজেক্ট পর্ব -১ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে তৈরি করা হচ্ছে, যা বহুমাত্রিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে খার্সিয়া থেকে ধর্মজয়গড় পর্যন্ত ১২৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ এবং ছল, বারাউদ, দুর্গাপুরের মধ্যে তিনটি রেলপথ স্থাপন এবং কয়লা খনিগুলিকেও রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। ৩ হাজার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রেলপথে যাত্রী পরিবহণের সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। সেইসঙ্গে, ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে অবস্থিত মান্ড রায়গড় কোলফিল্ড থেকে এই রেলপথের মাধ্যমে কয়লা পরিবহণ করা হবে। পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণে খরচ হবে ৫১৬ কোটি টাকা। চম্পা ও জামগার মধ্যে নির্মিত ৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণে খরচ হবে ৭৯৬ কোটি টাকা। নতুন এই রেলপথগুলি ঐ এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি, পর্যটন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈদ্যুতিক চলমান ব্যবস্থার মাধ্যমে কম খরচে এনটিপিসি-র তালাইপল্লী কয়লা খনি থেকে উন্নত মানের কয়লা এনটিপিসি-র ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটের লারা সুপার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। এর ফলে, এনটিপিসি লারা কেন্দ্রে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে, যা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। বৈদ্যুতিক চলমান ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ২ হাজার ৭০ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে এবং কয়লা খনি থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়লা পরিবহণ হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের ৯টি জেলায় ৫০ শয্যার 'ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত পরিকাঠামো মিশন প্রকল্পের অধীনে দুর্গ, কন্যাগাঁও, রাজনন্দগাঁও, গড়িয়াবন্দ, যশপুর, সুরজপুর, সুরগুজা, বস্তার এবং রায়গড়-এই ৯টি জেলায় ২১০ কোটিরও বেশি টাকা খরচে ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক' গড়ে তোলা হবে। আদিবাসী প্রভাবিত এলাকাগুলিতে সিকল সেল রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী বাছাই করা ১ লক্ষ মানুষের হাতে সিকল সেল কাউন্সেলিং কার্ড তুলে দেবেন। ন্যাশনাল সিকল সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন-এর আওতায় চলতি বছরের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশের শাহদোলে সিকল সেল কাউন্সেলিং কার্ড বন্টনের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

২ পাতার পর

ইডি-সিবিআই নিয়ে এ কী বললেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়!

যে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছে বা ছিল। আমি ভীষণ খুশি হব।" এই ভিডিও তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল 'এক্স' থেকে পোস্ট করে লেখা হয়, বিজেপির হেভিওয়েট নেত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই নিজের দলের উপর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছেন। তিনিও মনে করেন, বিজেপির যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। গ্রেপ্তার করা না হলেও ইডি-সিবিআই অন্তত দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করুক।

২ পাতার পর

কর্মাধ্যক্ষ নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত, জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল কর্মীদের

স্বপন।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠনের দিন ধার্য করা হয়েছিল। সেখানে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে কোন জয়ী সদস্য কর্মাধ্যক্ষ পদ পাননি।আর তাতেই ব্যাপক ক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা কর্মীরা।বিশেষত হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষের দৌড়ে ছিলেন দাপুটে তৃণমূল নেতা বুলবুল খান এবং মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন শিশু, নারী ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ মর্জিনা খাতুন। কিন্তু দুজনের কেউই পদ পাননি। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার তৃণমূলের নেতা কর্মীদের অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তাই হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে কেউ পদ পাননি।মোটা টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করেছেন জেলা সভাপতি। কর্মাধ্যক্ষ পদ দেওয়া হয়েছে রহিম বক্সির ছেলে রিয়াজুল করিম বক্সী ওরফে বাবু বক্সী কে। জেলার আরেক প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিধানসভা থেকেও দুজন করে কর্মাধ্যক্ষ পদ পেয়েছে।কিন্তু বঞ্চিত করা হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরকে।আর এই চক্রান্তের পেছনে রহিম বক্সির সঙ্গে রয়েছেন মালদা জেলায় পরামর্শদাতা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মী।বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের আরো অভিযোগ জেলা সভাপতি এবং পরামর্শদাতা সংস্থার ঐ কর্মী মিলে ভোটের আগে জেলা পরিষদের টিকিটও বিক্রি করেছে। প্রসঙ্গত মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত।ওই এলাকায় তৃণমূলের উত্থানের অন্যতম কান্ডারী।তাই বুলবুল খান পদ না পাওয়াই ব্যাপক ক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। যদিও এই বিষয় নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি রহিম বক্সী। তিনি বললেন দল যাকে ভালো মনে করেছে তাকে করেছে। এতে আমার কোন হাত নেই। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের। ব্যাপক অস্বস্তিতে তৃণমূল।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মেসার্স সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে ৯,৫৮৯ কোটি টাকা পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

মেসার্স সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে ৯,৫৮৯ কোটি টাকা পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের যে প্রস্তাব সাইপ্রাসের মেসার্স বারহিয়াস্ডা লিমিটেড দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি আজ তা অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা মেসার্স সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ভারতের ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত। এই অনুমোদনের জেরে সাইপ্রাসের মেসার্স বারহিয়াস্ডা লিমিটেড বাধ্যতামূলক ওপেন অফারে বর্তমান প্রোমোটার ও শেয়ার গ্রাহকদের কাছ থেকে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে মেসার্স সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ৭৬.১ শতাংশ পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ার অধিগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে, মেসার্স সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে মোট বিদেশি বিনিয়োগের হার বেড়ে ৯০.১ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা এই প্রস্তাবটির মূল্যায়ন করেছে। তাদের মূল্যায়নের পর সব বিধি-নিয়ম মেনে চলার শর্তে প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। মেসার্স বারহিয়াস্ডা লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধন এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নথিবদ্ধ সংস্থা অ্যাডভেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন থেকে। এটি ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। ৪২টি দেশে এর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার। অ্যাডভেন্ট ইন্ডিয়া ভারতে বিনিয়োগ শুরু করে ২০০৭ সালে। এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, অর্থনৈতিক পরিষেবা, শিল্প উৎপাদন, ভোগ্যপণ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ২০টি ভারতীয় কোম্পানিতে এই সংস্থা প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অ্যাডভেন্ট গ্রুপের সঙ্গে এই গাঁটছড়া, সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডকে তার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের প্রসারে এবং কাজের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তার বিকাশে সাহায্য করবে।

বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতা আকর্ষণ করতে সরকার ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বান্ধব প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করেছে। এতে অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হবে, দেশীয় উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকার ক্ষমতা বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতি অনুসারে নতুন ফার্মাসিউটিক্যালস প্রকল্পগুলিতে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অনুমোদিত হয়। পুরনো ফার্মা প্রকল্পগুলিতে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত। এর বেশি বিনিয়োগ হলে তখন সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। গত ৫ বছরে (২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩) ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে মোট ৪৩,৭১৩ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। গত আর্থিক বছরে এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের হার ৫৮ শতাংশ বেড়েছে।

ভারত এবং সিয়েরা লিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নতুন দিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত ডিজিটাল সমাধানগুলি বিনিময়ে সহযোগিতার বিষয়ে ভারত এবং সিয়েরা লিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটি অনুমোদন করেছে। চলতি বছরের ১২ জুন বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং সিয়েরা লিয়নের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রকের মধ্যে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এই সমঝোতাপত্রের লক্ষ্য হল দু'দেশের ডিজিটাল রূপান্তরমূলক উদ্যোগের বাস্তবায়নে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাত্রা বাড়ানো এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধানের (যেমন ইন্ডিয়া স্ট্যাক) মানোন্নয়ন ঘটানো। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেও এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমঝোতাপত্রটি স্বাক্ষরের দিন থেকে তিন বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। ডিজিটাল জন পরিকাঠামো ক্ষেত্রে জি২জি এবং বি২বি-দুই ধরণের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাই আরও মজবুত করা হবে। দুই দেশের প্রশাসন এই উদ্যোগের জন্য নিয়মিত অর্থের যোগান দেবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ের হার বাড়াতে বিভিন্ন দেশের নানা সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বা সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করা হয়েছে। ভারত সরকার ডিজিটাল ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজ ও জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত, মেক ইন ইন্ডিয়া-র মতো যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, এই উদ্যোগ তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ক্রম পরিবর্তনশীল এই সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যের সুযোগ অণ্বেষণ, মতবিনিময় ও ডিজিটাল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের আশু প্রয়োজন রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ভারত ডিজিটাল জন পরিকাঠামো রূপায়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোভিড অতিমারির সময়েও মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলস্বরূপ অনেক দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে চাইছে এবং ভারতের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরে আগ্রহী হচ্ছে। ইন্ডিয়া স্ট্যাক সলিউশন হল ভারতের তৈরি ও বাস্তবায়িত ডিজিটাল জন পরিকাঠামো, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এর লক্ষ্য হল অর্থপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রচার এবং সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি পরিষেবার নাগাল পান তার ব্যবস্থা করা। এগুলি মুক্ত প্রযুক্তির ভিত্তিতে নির্মিত, সহজে পরিচালনা যোগ্য। শিল্পমহল ও সাধারণ মানুষ যাতে এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা বিবেচনা করেই এটি গড়ে তোলা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। ডিজিটাল জন পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব কিছু চাহিদা ও সমস্যা থাকে। তবে, এর মূলগত কার্যধারা একই ধরণের, সেখানে বিশ্বজনীন সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

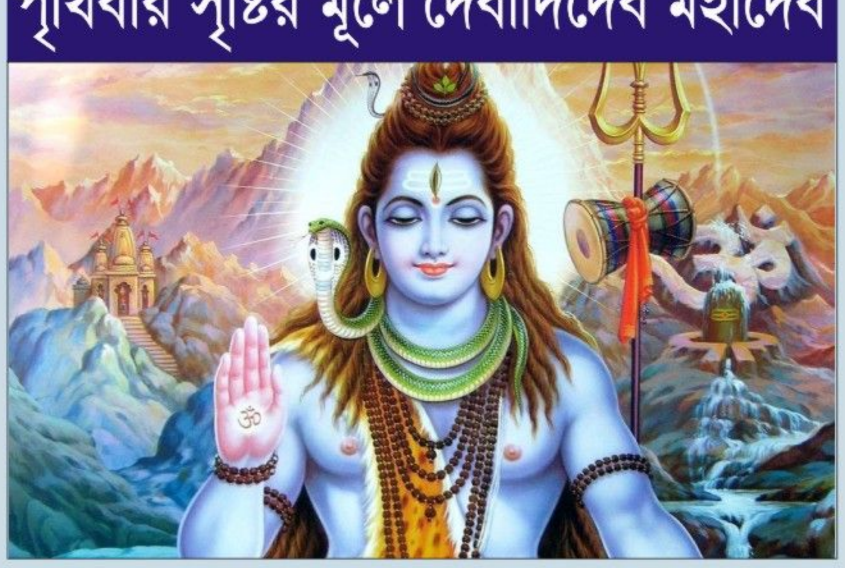

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।'

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

হয়। ফলে তার মধ্যে একটি দ্বৈতভাব এসে পড়ে। তার পরিকল্পনায় দুটি পৃথক শ্রেণির সত্তা নিয়ে বিশ্ব গঠিত- একদিকে ঈশ্বর এবং অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টি। সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বকে ঈশ্বর হতে পৃথক করে না। তা বলে, বিশ্ব ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বরই বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে তাকে সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং এখানে ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হয়ে পড়েন। সর্বেশ্বরবাদই প্রকৃত একবাদের নিদর্শন।'-(হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দর্শন, পৃষ্ঠা-৭১)

পুরুষ সূক্ত : এবং এই অনেকটা সর্বেশ্বরবাদী প্রাথমিক চিন্তাই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে (১০/৯০) আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে এমন এক সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে, যাঁর সহস্র মাথা এবং সহস্র চরণ। পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেও তিনি তাকে অতিক্রম করেছেন, এতো বিরাট তিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর অঙ্গ বা বিভিন্ন অংশ হতে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, ভূমি, ইন্দ্র, দিক ও ভুবন সবই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর দেহই খন্ডিত হয়ে বিশ্বের নানা বস্তু ও জীবে পরিণত হয়েছে। তিনিই বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই পুরুষসূক্তে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হিসেবে বিরাট-পুরুষের যে কল্পনা তার প্রতিফলন বিভিন্ন উপনিষদেই দেখা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ এই পুরুষসূক্তটি (ঋগ্বেদ-১০/৯০) হলো "১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন। ২। যা হয়েছে অথবা যা হবে সকলই সে পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। ৩। তাঁর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ। ৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইলো। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অবচেতন) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। ৫। তিনি হতে বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হতে সে পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। ৬। যখন পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হলো, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হলো, শরৎ হব্য হলো। ৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সে বহ্নিতে পূজা দেওয়া হলো। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। ৮। সে সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হলো। তিনি সে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তারা বন্য এবং গ্রাম্য। ৯। সে সর্ব হোম-সম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হলো, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হলো, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ করলো। ১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তা হতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। ১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হলো, কয় খণ্ড করা হয়েছিলো? এর মুখ কী হলো, দু হস্ত, দু উরু, দু চরণ কী হলো? ১২। এর মুখ ব্রাহ্মণ হলো, দু বাহু রাজন্য হলো, যা উরু ছিলো তা বৈশ্য হলো, দু চরণ হতে শূদ্র হলো। ১৩। মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। ১৪। নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভূবন সকল নির্মাণ করা হলো। ১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হলো এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হলো। ১৬। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তাই সর্ব প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।"

এই পুরুষ সূক্তটির বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা হলো, ঋগ্বেদের অন্য কোনো অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতির উল্লেখ নেই। এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিদ্বানেরা অভিমত ব্যক্ত করেন, কেননা ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিলো না। এবং বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করার যে অনুভব এটিও ঋগ্বেদের সময়ের নয়, এমনকি ঋগ্বেদে আর কোথাও তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া ব্যাকরণবিদ পন্ডিতদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, এই পুরুষসূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। তাই উপনিষদীয় চিন্তাজগত থেকে উদ্ভূত ধারণাই পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অর্বাচীন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

ঋত : তবে ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ে বৈদিক ঋষিরা জড় প্রকৃতির উপাসক হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে 'ঋত' নামে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। বেদে 'ঋত' একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম যা জীব জগতকে পরিচালিত করে। এই 'ঋত' সম্পর্কিত ধারণাটি ঋগ্বেদের প্রথমকালের রচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হলেও পরবর্তীকালের অর্বাচীন অংশে তা পাওয়া যায় না। যেমন-

"পদবিশিষ্ট মনুষ্যদের অগ্রে পদরহিতা ঊষা আসেন; হে মিত্রাবরুণ! এ যে তোমাদেরই কাজ তা কে জানে? তোমাদের সন্তান আদিত্য ঋতের পূরণ ও অনৃতের বিনাশ করে সমস্ত জগতের ভার বহন করেন। (সায়ণ ভাষ্যে, মিত্র ও বরুণ হলো দিবা ও রাত্রি। সূর্য ঐ দু কালের মধ্যকালে উদয় হন। এ জন্য মিত্রাবরুণের গর্ভ অর্থাৎ শিশু বলে বর্ণিত হয়েছে।)।" (ঋক-১/১৫২/৩)।

"পুরাকাল থেকে ঋত এর অনেক জল আছে। ঋতের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋত এর বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান শ্লোকসমূহ বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে (ঋক-৪/২৩/৮)। ঋত এর ধারণাগুলি দৃঢ়, ঋতের রূপগুলি মনোহর। স্তোতাগণ ঋতের নিকট প্রভূত অন্ন কামনা করে। ঋতের দরুন গাভীগুলি সংগৃহীত হয় এবং গাভীগুলি ঋততে (যজ্ঞে) প্রবেশ করে (ঋক-৪/২৩/৯)। ঋত-কে তুষ্ট করে স্তোতাগণ বল ও জল লাভ করে। ঋতের জন্যই দ্যাবাপৃথিবী শ্রেষ্ঠ গাভীগুলি দান করে। ঋতের জন্যই বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী দূরবগাহ। (ঋক-৪/২৩/৮-১০)।

"তোমরা (মিত্র, বরুণ প্রভৃতি) ঋতের সংরক্ষক, ঋত হতে তোমাদের জন্ম এবং তোমরা ঋতের বর্ধক, অনৃতের তীব্র দ্বেষকারী। আমরা এবং অন্যান্য বীরেরা যেন তোমাদের আবাসস্থলে অন্নযুক্ত হয়ে সুখে থাকতে পারি।" (ঋক-৭/৬৬/১৩)

'ঋত' নামক এই নিয়ম দ্বারা ধর্ম ও নীতি সংরক্ষিত হয় বলে প্রাচীন বেদের ঋষিদের বিশ্বাস ছিলো। তাই কারো কারো মতে, 'ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ে প্রকৃত দার্শনিক চেতনার কোনো আভাস যদি সত্যিই স্বীকৃত হয়- তাহলে তার মূলসূত্র এই ঋতের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।'-(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮৫)।

নাসদীয় সূক্ত : তবে সহস্রাধিক বছরের ব্যবধানে এসে ঋষিদের এই ঋত-ধারণায় কোন পরিবর্তন এসে থাকতে পারে। তদুপরি বেদে কোনো সুবিন্যস্ত দার্শনিক চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায় না। তবে দেববাদ ও ধর্মে বিশ্বাসী বৈদিক ঋষি যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান প্রভৃতি পুণ্যকর্মের বিনিময়ে অনন্ত সুখের প্রত্যাশী হলেও বিশ্বের সীমার পর কী, এই অনন্ত বিশ্বের কোনো চালকশক্তি আছে কি-না, সৃষ্টির প্রারম্ভে জগৎ কিরূপ ছিলো, এ সমস্ত প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছেন নিশ্চয়ই। এসকল প্রশ্নের বিচারের একটা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে। তাই ঋগ্বেদের এই নাসদীয় সূক্তকেই উপনিষদীয় দার্শনিক ভাবনার প্রাথমিক ভিত্তি বা বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এই প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তটি (ঋগ্বেদ-১০/১২৯) হলো "১। সেকালে যা নেই তাও ছিলো না, যা আছে তাও ছিলো না। পৃথিবীও ছিলো না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিলো না। আবরণ করে এমন কী ছিলো? কোথায় কার স্থান ছিলো? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিলো? ২। তখন মৃত্যুও ছিলো না, অমরত্বও ছিলো না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিলো না। কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। ৩।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

দুবাইয়ে বাড়ি ভাড়া বাকি, আইনি জটিলতায় নওয়াজ-আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর সিনেমা 'হাড্ডি' মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাতে তার অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। বর্তমানে এ তারকার সন্তানেরা পড়াশোনার কারণে দুবাইয়ে থাকেন। তাদের সঙ্গে সেখানে থাকেন তার প্রাক্তন স্ত্রী আলিয়াও। আলোচিত এ দম্পতির সংসারে নানা জটিলতা তৈরি হলেও এখন সেসব মিটিয়ে নিয়েছেন তারা। তবে এরই মাঝে দুবাই সরকারের থেকে আইনি নোটিশ পেলেন আলিয়া।

জানা গেছে, টাকা না মেটাতে পারলে আইনি জটিলতায় পড়তে হবে আলিয়াকে। শুক্রবার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন তিনি।

দুবাইয়ে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ায় তাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে দুবাই রেন্টাল ডিসপিউট সেন্টার। এ আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন নওয়াজও। কারণ বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এ বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কথা অভিনেতারই।

বেশ কয়দিন আগে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দুবাই উড়ে গিয়েছিলেন নওয়াজ। এছাড়াও এর আগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে যখন সমস্যা তৈরি হয়েছিল তখন একটি সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, দুবাইয়ের ভাড়া বাড়ির নাম নওয়াজের নামেই হোক, কারণ বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত যদি কোনো অসুবিধা হয়, তার খেয়াল যাতে নওয়াজ রাখতে পারেন। এতেই তার ও সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন তিনি।

আলিয়া আরও জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নওয়াজ সব রকম আর্থিক সহায়তা করছেন। শুধু বাড়ি ভাড়ার অ্যাগ্রিমেন্টটা যদি নাম পরিবর্তিত হয়, তবে ভালো হয়। তবে তা এখনও পর্যন্ত না হওয়ার কারণে আলিয়ার নামেই নোটিশ পাঠিয়েছে দুবাই সরকার। দীর্ঘদিন ভাড়া না দেওয়ায় শিগগিরই তাদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ২৭ হাজার ১৮৩ দিরহাম বাড়ি ভাড়া বাকি এ পরিবারের। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লাখ ১৪ হাজার ২৩৩ টাকা।

শাহরুখকে 'ভারতীয় সিনেমার ঈশ্বর' বললেন কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে শুরু হয়েছে বলিউড বাদশাহর 'জওয়ান' সুনামি। গতকাল বৃহস্পতিবার মুক্তির প্রথম দিনে এটি ভেঙে দিয়েছে সব রেকর্ড। ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার জন্য ভোর থেকে শুরু হয়। দিনের আলো ফুটতে ফুটতে বেড়েছে শো, মিছিল-স্লোগানে হলে ঢুকেছে শাহরুখ অনুরাগীরা। বক্স অফিসের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী শুধু ভারত থেকেই সিনেমাটির আয় প্রায় ৮০ কোটি রুপি। আর এর মাধ্যমে শাহরুখের 'জওয়ান' দখল করেছে হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে বড় ওপেনিংয়ের খেতাব।

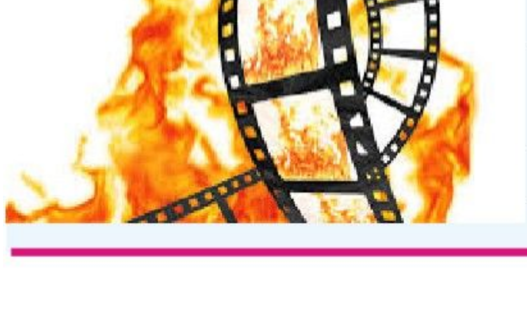

পুরো বিশ্ব যখন শাহরুখের যাদুতে বিভোর, তখন বাদ গেলেন না বলিউডের কন্ট্রোভার্সি কুইন কঙ্গনা রানাউতও। যে কঙ্গনা বলিউডের সিংহভাগের মধ্যেই ত্রুটি খুঁজে পান, সেই কঙ্গনা-ই এবার শাহরুখে মুগ্ধ হলেন। 'জওয়ান' মুক্তির দিনেই ইনস্টাগ্রামে শাহরুখকে 'ভারতীয় সিনেমার ঈশ্বর' বললেন কঙ্গনা! সঙ্গে এও বললেন, তিনি শাহরুখের পরিশ্রমকে শ্রদ্ধা করেন।

বরাবরই বলিউডের খান থেকে কুমারদের একহাত নিয়েছেন কঙ্গনা। তার নিশানায় পড়তে হয়েছে বলিউডের তাবড় সব তারকাদের। এবার সেই কঙ্গনার উল্টো সুর। অভিনেত্রী নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আরো লেখেন, ৯০ দশকের রোম্যান্টিক লাভার বয় দিয়ে শুরু করে এক দশকের বেশি সময়ের সংগ্রাম। ৪০-৫০ বছর বয়সে এসেও দর্শকের হৃদয়ে। প্রায় ৬০-এ পৌঁছেও ভারতীয় সুপার হিরো হিসেবে যে পুনরায় উত্থান, সেটা বাস্তব জীবনেও কম নায়োকচিত নয়। কঙ্গনা আরও লিখেণ, যে শিল্পীদের ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয় তাদের নিজেদের নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে শাহরুখের মতো করে। কেবল জড়িয়ে ধরা বা ডিম্পলের জন্য নয়, সত্যি সত্যি কিছু জিনিসের জন্যই ভারতের সিনেমার ঈশ্বর হলেন শাহরুখ খান। আপনার পরিশ্রম, অধ্যাবসায় সহ সব কিছুর কাছে আমি মাথা নত করলাম কিং খান।

পুরনো রেকর্ড ভাঙল 'জওয়ান', প্রথম দিন কত আয় করল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন: 'পাঠান'-এর পর ফের একবার 'জওয়ান' দিয়ে ঝড় তুললেন বলিউড কিং শাহরুখ খান। শুধু ভারত নয়, বিশ্বব্যপী বক্স অফিসেও ভালো ব্যবসা করেছে দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলি কুমারের এই সিনেমা। মুক্তির প্রথম দিনে বক্স অফিসে পুরোনো অনেক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে সিনেমাটি। দ্বিতীয় দিনেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

ফিল্ম ট্রেড অ্যানালিসিস্ট রমেশ বালা-র রিপোর্ট বলছে, প্রথম দিনে ছবিটি ভারত ও ভারতের বাইরে মিলিয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। ফিল্ম ট্রেড অ্যানালিসিস্ট তরণ আদর্শও জওয়ান অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, জার্মানি ও ইউকে-তে কেমন ফল করেছে তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। টুইটারে তরণ লিখলেন, 'এক্সক্লুসিভ ডেটা, এসআরকে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে গোটা বিশ্বে। আন্তর্জাতিক বাজারেও ঝড় তুলেছে শাহরুখ খানের সিনেমা।' আর রমেশ টুইট করেন, 'জওয়ান ১৫০ কোটি টাকার বেশি আয় করে খাতা খুলেছে বিশ্বব্যপী'। এই ছবিতে শাহরুখ খান ছাড়াও রয়েছেন নয়নতারা, বিজয় সেতুপতি, সানিয়া মালহোত্রা, সুনীল গ্রোভার, ঋদ্ধি ডোগরা প্রমুখরা। বৃহস্পতিবার মুক্তির দিনে দেশীয় বাজারে হলগুলো ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। রিপোর্ট অনুসারে জওয়ান ৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে গোটা দেশজুড়ে। যার মধ্যে ৬৫ কোটি হিন্দিতে। আর বাকি ৫ কোটি তামিল ও ৫ কোটি তেলেগুতে। উল্লেখ্য, এর আগে, পাঠান প্রথম দিনে বিশ্বব্যপী ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল বক্স অফিসে।

প্রতারণা মামলায় নুসরাতকে ইডির তলব, কী বলছেন যশ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন টলিউড অভিনেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্য নুসরাত জাহান। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ইডির অফিসে তলব করা হয়েছে তাকে। ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে লাখ লাখ রুপি প্রতারণার মামলায় বসিরহাটের তৃণমূল এ সংসদ সদস্যকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এক দিকে যখন এই খবরে রাজ্য রাজনীতি সরগরম, অন্য দিকে তখন শহরজুড়ে চুটিয়ে নতুন হিন্দি ছবির প্রচার চালাচ্ছেন যশ দাশগুপ্ত। কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে হলুদ ট্যাক্সির সামনে অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা কুমারের সঙ্গে দেখা গেল নায়ককে। তার আসন্ন ছবি 'ইয়ারিয়া ২'-এর প্রচার চলছে পুরোদমে।

ছবির প্রচারের ফাঁকেই যশকে নুসরাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কিছুটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। বললেন, "আমি এখন নতুন ছবির কাজে ব্যস্ত। আমার মনে হয় না, এটা সঠিক সময় এই বিষয়ে কথা বলার। সঠিক সময় এলে নিশ্চয়ই সব উত্তর দেব।"

আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর কি নুসরাতের সঙ্গে সিজিও কমপ্লেক্সে যাবেন যশ? সে কথাও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। কারণ, আজ শনিবারই ছবির প্রচারের জন্য মুম্বাই চলে যাচ্ছেন যশ। তাই মঙ্গলবারের মধ্যে আদৌ তিনি ফিরবেন কি না, ফিরলেও তিনি ইডি অফিসে নায়িকার সঙ্গে যাবেন কি না, তা অনুমান করা যাচ্ছে না।

জলের মধ্যে

দৌড়াচ্ছেন ভিনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ভিনিসিয়াস। গত ২৫ আগস্ট সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ডান ঊরুর মাংশপেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এতে প্রায় ছয় সপ্তাহের জন্য ছিটকে যান রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান এই তারকা।

বরাবরই খবরের শিরোনামে থাকেন এই রিয়াল তারকা। মাঠে না থাকলেও মাঠের বাইরের কর্মকাণ্ড নিয়ে লাইমলাইটে আসছেন তিনি। এবার তিনি আলোচনায় এসেছেন জলের মধ্যে দৌড়িয়ে। পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যায়, ভিনিসিয়াস জুনিয়র দৌড়াচ্ছেন ট্রেডমিলে।

এটা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও ভিনিরটা আলাদা, কারন ব্রাজিল তারকা স্নিকার পায়ে ট্রেডমিলে দৌড়াচ্ছেন এক ট্যাংক পানির মধ্যে। মূলত, চোট সেরে ফিরে আসার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ভিনিসিয়াস। তবে জলের মধ্যে দৌড়িয়ে ভিনি কেমন উপকার পাবেন তা খোলাসা করেননি।

ইনজুরির কারণে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দুটি ম্যাচ মিস করবেন ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড। ম্যাচ দুটো হচ্ছে ৮ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল-বলিভিয়া ও ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল-পেরু। এ দুটি ম্যাচই ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা বাছাই পর্বের অংশ। রিয়ালের হয়ে ভিনি ২২৮ ম্যাচ খেলে করেছেন ৬০ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৪ গোলে। আর ব্রাজিলের জার্সিতে ভিনি খেলেছেন ২৩ ম্যাচ। করেছেন ৩ গোল ও অ্যাসিস্ট রয়েছে ৩ গোলে।

অ্যান্তনির বিরুদ্ধে ব্রাজিলের আরও দুই নারীর অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিপদ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না ব্রাজিল তারকা অ্যান্তোনির। ইতোমধ্যে সাবেক প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা ক্যাভালিন অ্যান্তোনির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও গৃহ বিবাদের অভিযোগ তুলেছেন। যার জেরে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাই দল থেকে বাদ পড়েন ২৩ বছর বয়সী এই তারকা। এ ঘটনায় সাও পাওলো ও ম্যানচেস্টারের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এবার 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে অ্যান্তোনির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন ব্রাজিলের আরও দুই নারী। তারা ব্রাজিল তারকার বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেছেন। তবে এসব অভিযোগ শক্তভাবে অস্বীকার করছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ৮৫ মিলিয়ন ইউরোর এই উইঙ্গার। খবর ডেইলি মেইলের।

আইনের ছাত্রী রায়সা দি ফ্রেইতাস দাবি করেন, গত মে মাসে অ্যান্তনি ও ব্রাজিলের খেলোয়াড় দুদুর সাবেক স্ত্রী মাল্লু ওহানা তাকে আক্রমণ করেছিলেন। যে কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে তাকে। তিনি জানান, সাও পাওলোর নাইট ক্লাব থেকে বের হওয়ার পর অ্যান্তনির ল্যান্ড রোভারে এই ঘটনা ঘটে।

এদিকে ইনগ্রিদ লানা নামের ৩৩ বছর বয়সী এক নারী ব্যাংকার ব্রাজিলের টিভিতে অভিযোগ করেন, গত বছরের অক্টোবরে অ্যান্তনি তাকে আঘাত করেন। তিনি বলেন, 'সে আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্কের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি চাইনি। পরে সে আমাকে দেওয়ালের দিকে ধাক্কা মারে এবং আমার মাথায় আঘাত পাই।'

এর আগে অ্যান্তনির সাবেক প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা ক্যাভালিন অভিযোগ করেন, গত বছরের জুন থেকে এ বছরের মে পর্যন্ত নানা সময়ে নানা ভাবে ভাবে তাকে শারীরিক আঘাত করে গেছেন এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। গত ১৫ জানুয়ারি ম্যানচেস্টারে এক হোটেলের রুমে নির্যাতন করেছেন অ্যান্তনি। সে সময় গ্যাব্রিয়েলাকে আঘাতও করেন সেলেসাওদের এই উইঙ্গার। যে কারণে গ্যাব্রিয়েলার মাথা কেটে যায় এবং পরে চিকিৎসাও নিতে হয়।

গ্যাব্রিয়েলা অভিযোগ করেছেন, তার বুকে আঘাত করেছেন অ্যান্তনি। এতে তার কৃত্রিমভাবে স্থাপন করা স্তনের ক্ষতি হয়েছে। এ কারণে পরবর্তী সময়ে তাকে আবার অস্ত্রোপচার করতে হয়।

পেলেকে টপকে রেকর্ডবুকে নেইমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঞ্চ প্রস্তুতই ছিল নেইমার জুনিয়রের জন্যই! ঘরের মাঠে বলিভিয়ার বিপক্ষের ম্যাচটির আগেই নেইমারকে হাতছানি দিচ্ছিলো ইতিহাস গড়ার। কিংবদন্তি সাবেক ফুটবলার পেলেকে টপকে রেকর্ডবুকে নাম তোলার। ম্যাচের ৬১ মিনিট অপেক্ষার পর অবশেষে এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। বলিভিয়ার জালে গোল ঠুকে দিয়ে পেলেকে ছাড়িয়ে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নাম লেখালেন নেইমার। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে বর্তমানে নেইমারের গোলসংখ্যা ৭৮।

ইতিহাসের পাতায় নাম নেইমার লেখাতে পারতেন ম্যাচের শুরুতেই। পেনাল্টি শ্যুট আউট থেকে গোল করে পেলেকে টপকে যাওয়ার সুযোগ নেইমার পেয়েছিলেন ম্যাচের ১৭তম মিনিটেই। কিন্তু পেনাল্টিতে দক্ষ এই ফুটবলার বলিভিয়ার বিপক্ষে যেই শটটি নিলেন সেটি দেখে রীতিমতো ভিমড়ি খাওয়া লাগবে। দেখেশুনে শটটি নেইমার নিয়েছিলেন গোলরক্ষকের বরাবর। যেন তাকে অনুশীলন করাচ্ছিলেন গোল ঠেকানোর। সেই শট ঠেকিয়ে দিয়ে বলিভিয়ার গোলরক্ষক নেইমারের রেকর্ডবুকে নাম তোলার অপেক্ষাটা করেন দীর্ঘায়িত।

কিন্তু ম্যাচের ৬১তম মিনিটে সুযোগ হাতছাড়া করেননি ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। ডিবক্সের ভেতর জটলার মধ্যে রদ্রিগোর পা হয়ে বল আসে নেইমারের সামনে। সেখান থেকে বল জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পেলেকে টপকে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নিজের নাম তোলেন রেকর্ডবুকে।

ফ্রান্স-সৌদি ফুটবলের পার্থক্য নিয়ে নেইমারের মজার মন্তব্য

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপ ছেড়ে নেইমার জুনিয়র এখন সৌদি আরব ক্লাব ফুটবলের তারকা। যদিও রেকর্ডদামে আল-হিলালে নাম লেখানো এই ব্রাজিল সুপারস্টার এখনও মাঠে নামতে পারেননি। সৌদির ফুটবলে অভিষেক হওয়ার আগে জাতীয় দলের হয়েই তিনি মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে পিএসজির হয়ে খেলতে গিয়ে অ্যাঙ্কলের চোটে পুরো মৌসুমের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে মাঠে নামার আগে সৌদি ও ফ্রান্স ফুটবলের পার্থক্য জানতে চাওয়া হয় তার কাছে। জবাবে এই ফরোয়ার্ড মজার উত্তরই দিয়েছেন।

সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপে বিদায়টা সুখকর হয়নি বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। এরপর কয়েকটি প্রীতি ম্যাচেও তারা হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারেনি। তবে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিশ্চয়ই সেই পরিস্থিতি বদলাতে চাইবে সেলেসাওরা।

তার আগে সংবাদ সম্মেলনে আসলে নেইমারের কাছে ফ্রান্স ও সৌদি ফুটবলের কারা ওপরে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে ব্রাজিল তারকা বলেন, 'আমি আশ্বস্ত করছি, এখানেও (সৌদি আরবের লিগ) ফুটবল খেলাটা একই রকম। বল গোল, এখানেও গোল আছে। যারা সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লিখিয়েছেন, সেসব নাম যদি দেখেন...আমি জানি না, এটা ফ্রেঞ্চ লিগের চেয়ে ভালো কিনা!'

পিএসজির হয়ে ৬ মৌসুমে ফরাসি প্রায় সব টাইটেল জিতলেও, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি ছোঁয়া হয়নি নেইমারের। যা নিয়ে হতাশা ফুটে উঠেছে তার ও পিএসজি কর্তৃপক্ষের। তবে নতুন ক্লাবটির হয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন নেইমার, 'আল-হিলালের হয়ে শিরোপা জিততে চাই। আমার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি নিশ্চিত, সৌদি চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা সহজ হবে না। অন্য দলগুলোও শক্তিশালী, বড় নাম আছে। রোমাঞ্চকর কিছু হবে, আমি নিশ্চিত আপনিও দেখবেন।'

বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলার প্রায় নিশ্চয়তাই দিয়ে রেখেছেন ব্রাজিলের এই প্রধান তারকা, 'এখন ভালো বোধ করছি, তবে শতভাগ ফিট নই। মাথা ও শরীর ঠিক আছে। আল হিলালের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচটাই খেলার কথা ছিল। অনুশীলনের সময়ে আঘাত পাই, কোচ তাই আমাকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নেয়।'

কাল মাঠে নামলে নেইমারের সামনে ফুটবল কিংবদন্তি পেলের রেকর্ডে ভাগ বসানোর সুযোগ রয়েছে। ব্রাজিলের হয়ে ৭৭ গোল করেছেন কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে। সমান সংখ্যক গোল নিয়ে নেইমার তার সঙ্গে সর্বোচ্চ গোলের শীর্ষস্থান ভাগাভাগি করছেন। এই গোল পেতে পেলে খেলেছেন ৯২ ম্যাচ। তবে নেইমার এখন পর্যন্ত ১২৪ ম্যাচ খেলেছেন।

পাকিস্তানকে নাক গলাতে

না করলেন গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের বিশ্বকাপ দল কেমন হলো? তিন ও চার নম্বরে ব্যাটিং করবে কে? উইকেকিপিং সমস্যা নিয়ে মতামত দিচ্ছেন পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা।

ভারতের সংবাদ মাধ্যমে সেগুলো আবার গুরুত্ব সহকারে প্রচারও হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষেপেছেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ব্যাটার সুনীল গাভাস্কার। ভারতের ক্রিকেট নিয়ে অন্য দেশকে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে তাদের মন্তব্য ফলাও করে না ছাপারও আহ্বান করেছেন। গাভাস্কার বলেছেন, 'আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, আমাদের দল নিয়ে অন্যরা বিবৃতি দিচ্ছে। আমাদের দল নির্বাচন করে দিচ্ছে পাকিস্তান কিংবা অস্ট্রেলিয়া। সংবাদ মাধ্যম সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশও করছে।'

ভারতের দল কেমন হলো, তিনে-চারে কে খেলবে এসব পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়ার চিন্তার বিষয় কেন? এমন প্রশ্ন করে গাভাস্কার বলেছেন, 'আমরা কী পাকিস্তান কিংবা অস্ট্রেলিয়ার দল নির্বাচন করতে যাচ্ছি! এটা আমাদের কাজ নয়। তাহলে অন্যদের কেন আমরা সুযোগ দিচ্ছি?'

বাহিরের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের পাত্তা না দেওয়ার কথা উল্লেখ করে টেস্টে ১০ হাজারের বেশি রান করা গাভাস্কার বলেছেন, 'তাদের কাছে বিরাট, রোহিতের চেয়ে বাবর ভালো। বুমরাহর চেয়ে শাহিন ভালো। তারা বলে শচীনের চেয়ে ইনজামাম উল ভালো ছিল। তাদের কাছে, সবসময় তারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে। এভাবে তারা মিডিয়ার নজর কাড়ে।'

তিনি বলেছেন, 'পত্রিকায় তাদের কথার গুরুত্ব দেবেন না। একজন অজি বলছেন কার দলে থাকা দরকার, একজন প্রোটিয়া বলছেন কার কোথায় ব্যাটিং করা দরকার। এটা তারা বলতেই পারেন। কিন্তু আমাদের আসলে তাদের কোন পরামর্শের দরকার নেই।'

আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার দিনক্ষণ জানালেন ডি মারিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ ৩৬ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে কাতার বিশ্বকাপ ঘরে তুলে আর্জেন্টিনা। একই সঙ্গে পূর্ণতা পায় লিওনেল মেসির ক্যারিয়ার। আর আর্জেনটাইনদের এই স্বপ্নযাত্রায় মেসির সঙ্গে অন্যতম নায়ক হিসেবে ছিলেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। তবে আলবিসেলেস্তেদের চূড়ান্ত অর্জনের এই সারথিকে আর বেশি দিন দেখা যাবে না জাতীয় দলের জার্সিতে।

কাতার বিশ্বকাপ শেষে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা জানিয়েছিলেন। তবে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতায় বদলে গিয়েছে ডি মারিয়ার সিদ্ধান্ত। পরে তিনি জানান, আর্জেন্টাইন তিন তারকাখচিত জার্সিতে আরও কিছুদিন খেলতে চান। তবে এবার জানিয়ে দিলেন অবসরের সময়। ২০২৪ কোপা আমেরিকার পরেই বুট জোড়া তুলে রাখবেন তিনি। বিষয়টি জানিয়েছে ইএসপিএন আর্জেন্টিনা।

২০০৮ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক হয় ডি মারিয়ার। এরপর আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি ১৩২ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ২৯টি। আর অ্যাসিস্ট করেছেন ২৭টি। আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে তিনি ২০২২ বিশ্বকাপ, ২০২১ কোপা আমেরিকা ও ফাইনালিসিমা জিতেন। তিনটি টুর্নামেন্টের ফাইনালেই তিনি গোল করেছিলেন।

রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনের (পিএসজি) সাবেক এই তারকা বর্তমানে পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার হয়ে খেলছেন। তিনি সময়ের সেরা দুই ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলেছেন। রোনালদোর সঙ্গে রিয়ালে তিনি ১৬৬ ম্যাচ খেলে গোল করেন ২৮টি। অন্যদিকে মেসির সঙ্গে ১৩৪ ম্যাচ খেলে গোল করেন ১৫টি।

পর্তুলালের জয়ের ম্যাচে

গোলহীন রোনালদোর হলুদ কার্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে তেজ দেখাতে পারেনি পর্তুগাল। দলের সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোও প্রত্যাশামত পারফরম্যান্স করতে পারেননি। তবে রোনালদো গোলের দেখা না পেলেও সতীর্থ ব্রুনো ফার্নান্দেসের গোলে পর্তুগাল শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বের এই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে রোনালদোর দল।

স্লোভাকিয়ার ন্যারোডনি ফুটবল স্টেডিয়ামে ম্যাচের ছয় মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো পর্তুগাল। তবে ব্রুনোর দুর্বল শট পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি গোলরক্ষক মার্তিন দুব্রাভকাকে। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে বার্নার্দো সিলভার পাসে ডান প্রান্ত থেকে নিখুঁত কোণাকুণি শটে জাল খুঁজে নেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ।

ম্যাচের ৬১ মিনিতে ব্যবধান বাড়াতে পারতো পর্তুগাল। গোলমুখে ফাঁকায় থাকলেও সিলভার কাছ থেকে পাওয়া বলে ঠিকমতো পা ছোঁয়াতেই পারেননি রোনালদো। এরপর আরেক দফা চেষ্টা চালাতে গিয়ে দুব্রাভকাকে ফাউল করে বসেন। তখন পর্তুগিজ অধিনায়ককে দেখতে হয় হলুদ কার্ড। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে পর্তুগাল।

পাঁচ ম্যাচে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে পর্তুগাল। দুইয়ে থাকা স্লোভাকিয়ার অর্জন সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। লুক্সেমবার্গও পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR